সামসীতে জমে উঠেছে লক্ষ্মীপুজোর বাজার। – সংবাদচিত্র

কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ মন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

তদন্ত হওয়া উচিত। সিপিএমের জেলা সম্পাদক অপূর্ব পাল বলেন, শাসকদল যে সরকারি উন্নয়নের টাকা এভাবে লুটপাট করবে তা আগে কখনও কেউ ভাবতে পারেনি। পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে এখানে উন্নয়নের টাকা আসে। তার সিংহভাগ টাকাই লুট হয়ে যাচ্ছে। এখানে আইনের শাসন আছে বলে মনে হচ্ছে না। এই ঘটনায় অবিলম্বে জেলা শাসকের অপসারণ এবং উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নামব।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, এই ধরনের ঘটনা ঘটলে অবশ্যই দলনেত্রী ব্যবস্থা নেবেন। তবে সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ।

কোটি কোটি টাকা লোপাট

প্রথম পাতার পর

একাংশও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে অভিযোগ। স্রেফ এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রতি বছর ৩৫০–৪০০ ভুয়ো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের নামে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। এর আগে ইসলামপুর ও চোপড়া ব্লকেও এ ধরনের চক্র সক্রিয় ছিল। চলতি বছর মীর সেলিম নামে এক যুবক এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চান। এর ভিত্তিতে তিনি যে তালিকা পান তা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। চক্রের অন্যতম হিসাবে জনৈক মহতাবুদ্দিন এবং ফাইজুলের নাম উঠে এসেছে। অভিযুক্তদের একজন করণদিঘির এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তার একাধিক ব্যবসা রয়েছে। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী সহ তার পরিবারের একাধিক সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের প্রচুর টাকা জমা পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা ৩০ বছরের বেশি বয়সি হলেও তাঁদের নবম–দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। এর জেরে যোগ্য পড়ুয়ারা বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন, আবু সামা, মীর সেলিম প্রমুখ জানান, বয়স ৫০ পেরিয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে বৃত্তির টাকা তোলা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'প্রকৃতদের বঞ্চিত করে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। যাঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা কিছুই জানতে পারছেন না।' সবকিছু জানিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে আবু সামা জানান।

ধনদেবীর কৃপা লাভে বাজারে গিয়ে হাত পোড়ার জোগাড়

উজ্জ্বলকুমার দাস

সামসী, ২৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই লক্ষ্মীপুজো। বৃহস্পতিবার সামসীর বাজারে লক্ষ্মীপ্রতিমা কিনতে ভিড় দেখা গেল ক্রেতাদের। ফল ও সবজির বাজারেও ছিল যথেষ্ট ভিড়। জিনিসপত্রের দামে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন আম ক্রেতা। তবে লক্ষ্মীলাভের আশায় অল্প করে হলেও সব সামগ্রীই কিনতে দেখা যায় মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। সামসীর মিষ্টির দোকানগুলিতেও এদিন ভিড় ছিল যথেষ্ট।

বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক হাটে সামসীতে কেনাবেচা জমে ওঠে। এছাড়াও সামসী ডেইলি বাজার, কুমোরপাড়ায় দেখা গেল প্রতিমা কিনতে ক্রেতার ভিড়। ছোট মাটির তৈরি লক্ষ্মীপ্রতিমা, পটে আঁকা লক্ষ্মী কিংবা ছাঁচের তৈরি প্রতিমার চাহিদা ছিল বেশি। লক্ষ্মীপুজোর আয়োজনে যাতে কোনও খামতি না থাকে, সেই কথা ভেবে সাতসকালেই বাজারে চলে আসেন বহু ক্রেতা। ফল ও সবজির দোকানগুলিতে উপচে পড়েছিল ভিড়। এদিন ফল কিনতে হাত পুড়েছে বহু বাঙালির। ডাব, নারকেল, কলা, আপেল প্রভৃতি কিনতে নাভিশ্বাস ওঠে তাঁদের। যাঁরা মা লক্ষ্মীর কাছে অন্নভোগ দেন, তাঁরা চাল, ডাল, বাদাম, তেল, মশলাপাতি কিনতে ভিড় জমান মুদির দোকানে। সবজির বাজারও ছিল এদিন বেশ চড়া। ফল, সবজির পাশাপাশি পুজোর সামগ্রীর দামও এবছর বেশ চড়া। গত বছর পুজোর সামগ্রীর দাম এতটা ছিল না বলে জানালেন বাজার করতে আসা উমা বাগদি, তাপসি বাগদি, জয়া দাসরা। তাঁরা বলেন, আগেরবার সামগ্রী কিনতে ১০০ থেকে ১১০ টাকা লেগেছিল। এবার তা বেড়ে গেছে। ১৬০ থেকে ১৮০ টাকা লাগছে শুধু পুজোর সামগ্রী কিনতে। ফল ও সবজির দাম অনেকটাই বেশি। কিন্তু না কিনেও কোনও উপায় নেই। তাই অল্প করে হলেও সবকিছুই নিতে হচ্ছে। এদিন সামসীর বাজারে আপেল বিক্রি হয়েছে ১০০–১১০ টাকা প্রতি কেজি, মুসম্বি ৯০–১০০ টাকা প্রতি কেজি, মানিককলা ৮০–১০০ টাকা প্রতি থোকা, চাপা চিনিকলা ৫০–৬০ টাকা প্রতি থোকা, আম ৩০–৫০ টাকা প্রতি পিস, শশা ৬০–৮০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। পুজোতে ঘটে দেওয়ার জন্য ছোট ডাবের দাম ছিল প্রতি পিস ৩০–৪০ টাকা। বড় ডাব ৫০–৬০ টাকা। নারিকেল ৬০ টাকা থেকে শুরু করে ৮০–৯০ টাকা জোড়া বিক্রি হয়েছে এদিন। সামসী ডেইলি বাজারের ফল বিক্রেতা নারায়ণচন্দ্র দাস, সুবল রজকরা বলেন, প্রতি বছরই উৎসবের এই মরশুমে ফলের দাম একটু বেশিই থাকে। ক্রেতারা আসছেন। নিজেদের সাধ্যমতো তাঁরা জিনিসপত্র কিনছেন।

অসময়ের ভারী বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : অসময়ের ভারী বৃষ্টিতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বোনা আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার ফলে এবার আলুর ফলন ব্যাপক মার খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চলতি বছরে এমনিতেই আলুর দাম চড়া। তার উপর এবার আলুর ফলন মার খেলে আগামী বছর দামে বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

বৃষ্টিতে মাথাভাঙ্গায় আলুর ক্ষতি হয়েছে। চাষিরা জানিয়েছেন, প্রতি বিঘা জমিতে আলু চাষের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করেছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে ভারী বৃষ্টি সব শেষ করে দিয়েছে। চাষিরা এখন দিশেহারা।চাষিরা বলেন, জমিতে লাগানো আলু পচে যাচ্ছে।বৃষ্টির পরবর্তী সময়ে আলু বীজের দাম বেড়ে গিয়েছে। তাই নতুন করে আলু লাগানোর ক্ষমতা সবার নেই। স্বাভাবিকভাবেই আলুচাষিরা দিশেহারা। মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মলয়কুমার মণ্ডল জানান, বৃষ্টির ফলে ফুলবাড়ির ওই এলাকায় মাঠে লাগানো আলুতে পচন ধরেছে এমন কোনও খবর আমাদের কাছে নেই।কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক খুব তাড়াতাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন।

মহাষ্টমীর রাত থেকে টানা বর্ষণে মাথাভাঙ্গা মহকুমাজুড়ে আলু, ফুলকপি,বাঁধাকপি, বেগুন ও লংকার মতো রবিশস্য চাষে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সামনে পড়েছেন। বিশেষ করে মাথাভাঙ্গা মহকুমার মানসাই নদীর চর এলাকায় এবং উঁচু জমিতে যাঁরা আলু চাষ করেন তাঁদের বপন করা আলুবীজ বৃষ্টিতে পচে গিয়ে চাষিরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

কৃষি বিভাগের মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের এডিএ দেবযানী হালদার জানান, ইতিমধ্যে ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। মাথাভাঙ্গা মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্যামল সাহা জানান, পুজোর ছুটিতে অফিস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে গোটা মহকুমায় আলু ও অন্যান্য রবিশস্য চাষের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।যে সমস্ত আলুচাষি কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতাভুক্ত তাঁরা শস্যবিমার ক্ষতিপূরণ পাবেন।মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের কেপিএস অরুণ সাহা বলেন,'এবছর আলুবীজের দাম গতবছরের তুলনায় বেশি হওয়ায় কৃষকরা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন। ৫০ কেজি আলুবীজের দাম এবছর চার হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত।'

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ধূপগুড়ি ব্লকে এই মরশুমে প্রায় ৭৭৫ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল। এই বছর এখনও পর্যন্ত গতবারের মতো চাষ না হলেও কিছু এলাকায় ভালো পরিমাণ জমিতে বীজ বোনা হয়েছিল। প্রায় ১৫০–১৭০ হেক্টর জমির আলু বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। সার্বিক হিসেব করলে ধূপগুড়িতে প্রায় দু'কোটি টাকারও বেশি কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। ২৬ অক্টোবর ধূপগুড়িতে ৯৪.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় প্রাক মরশুমের আলু চাষের জমিতে ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব এখনই বলা সম্ভব নয়।'

চা বাগানের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ভ্যাকসিন পাবেন প্রথমে

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার জেলার সব চা বাগানের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে করোনা ভ্যাকসিন দিতে তালিকা তৈরি করছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে ওই তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। শুক্রবার ওই তালিকা রাজ্যে পাঠাবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরীশচন্দ্র বেরা বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে আমরা জেলার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা তৈরি করছি। সেখানে চা বাগানের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেও রাখা হয়েছে। করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্যই ওই তালিকা শুক্রবার আমরা রাজ্যে পাঠাব।' জেলার অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি চাবাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেও টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি চা বাগানের প্রশাসন থেকে বিভিন্ন সংগঠন।

আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ৬৪টি চা বাগান আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ বাগানেই স্বাস্থ্য পরিষেবা তেমন ভালো নয়। সব চা বাগানের হাসপাতালে ডাক্তারও নেই। তাই চা বাগানের শ্রমিকরা ব্লক হাসপাতালগুলির ওপরই নির্ভরশীল। করোনা পরিস্থিতিতে জেলার চা বাগানগুলির এই অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ফলে করোনা শুরু হওয়ার প্রথমদিকেই চা বাগানের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব তথ্য আদানপ্রদানের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের কথা বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। করোনা মোকাবিলার জন্য প্রথম থেকেই চা বাগান কর্তৃপক্ষকে নিয়ে দফায় দফায় মিটিংও করেন স্বাস্থ্যকর্তারা। সেই সূত্রে চা বাগানগুলি তাদের শ্রমিকদের সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ করেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীও নিয়োগ করা হয়। তা সত্ত্বেও জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্বেগ কমেনি। তবে, এখনও পর্যন্ত জেলায় যতজন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন তার মধ্যে চা বাগানের তুলনায় গ্রাম ও শহরেই সংক্রামিতের সংখ্যা বেশি।

জেলার একাধিক চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামান্য পরিকাঠামো এবং কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়েই বাগানের চিকিৎসকরা করোনা পরিস্থিতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। চা বাগানে চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই এখনও পর্যন্ত জেলায় করোনা নিয়ন্ত্রণেই আছে। এই অবস্থায় করোনা ভ্যাকসিন জেলার সাধারণ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে চা বাগানের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও তালিকায় রাখা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি চা বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'স্বল্প পরিকাঠামোর মধ্যেই আমাদের বাগানগুলিতে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড মোকাবিলার সঙ্গে অন্য চিকিৎসা পরিষেবাও দিয়ে চলছেন। তাই কোভিডের ভ্যাকসিন তাঁদের আগে দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাকে সাধুবাদ জানাই। এতে কোভিড মোকাবিলায় আরও বেশি করে কাজ করার শক্তিপাবেন চিকিৎসক, নার্সরা।'

সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলেন, 'করোনা যোদ্ধাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ওই সময়ই আমরা দাবি করেছিলাম, ভ্যাকসিন বের হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদেরও দিতে হবে। ওই ভ্যাকসিন বাজারে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের দাবি মেনে ভ্যাকসিন চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি।তবে দেখতে হবে ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে যাতে কোনওভাবেই কালোবাজারি না হয়।'

গৌড়বঙ্গে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফল প্রকাশ

ওপেন বুকে পাশ ৯৯ শতাংশ

মালদা, ২৯ অক্টোবর : ওপেন বুক পদ্ধতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের চূড়ান্ত বর্ষের অনলাইন পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯ শতাংশ। নির্ধারিত সময়ের দুদিন আগেই এই ফল ঘোষণা করল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সুপ্রিমকোর্ট ও ইউজিসির নির্দেশ মেনে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অক্টোবরের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করল। এদিন বিকেলে এগজাম মনিটরিং কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে ফলাফল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয় কন্ট্রোলার বিভাগ। সেই মতো এদিন সন্ধ্যায় ফলাফল ঘোষণা করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয় এবং কলেজগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার জানিয়েছেন, স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের চূড়ান্ত সিমেস্টারের এবং স্নাতক সাধারণ ও অনার্স চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং কলেজগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিপ্লব গিরি বলেন, সরকারি গাইডলাইন মেনে সঠিক সময়ের দুদিন আগে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ১৮ অক্টোবর। সেই হিসেবে ১০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশিত হল। উল্লেখযোগ্য ফল করেছে ছাত্রছাত্রীরা।

ইউজিসি আগেই রাজ্য সরকারের দাবিমতো ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণার সময় দিয়েছিল। স্নাতকোত্তর ও স্নাতকস্তরের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল আজ ঘোষণা করেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার আগে একবার মনিটরিং কমিটির বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার পর এই ফলাফল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের দুদিন বাকি থাকতেই এই ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। কন্ট্রোলার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকটি কলেজ বাদ দিলে বেশিরভাগ কলেজে একশো শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। পাশের হার প্রায় ৯৯ শতাংশ।

রেজিস্ট্রার বিপ্লব গিরি জানান, স্নাতকস্তরের পার্ট থ্রি অনার্স পাঠক্রমে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৫৮৫৩ জন। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৭৪৫ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৯৯১ জন। পাশের হার ৯৯.২৩ শতাংশ। অন্যদিকে, পার্ট থ্রি জেনারেল পাঠক্রমে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩৭৮২ জন। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৪৬ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭১৪৯ জন। তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫৮৭৭ জন। পাশের হার ৯৯.২৮ শতাংশ।

উল্লেখ্য, সুপ্রিমকোর্টের গাইডলাইন মেনে ১ অক্টোবর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এই পরীক্ষা শেষ হয় ১৮ অক্টোবর। দ্রুততার সঙ্গে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। পরীক্ষা শেষের দশ দিনের মাথায় ফলাফল ঘোষিত হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিপ্লব জানিয়েছেন, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে এই প্রজন্মের পরীক্ষার্থীরা প্রথম অনলাইন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পোর্টাল ছাড়াও অন্য তিনটি মাধ্যমে উত্তরপত্র আপলোড করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সেইভাবে ছাত্ররা উত্তরপত্র জমা দেন। সেগুলি সঠিক সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সময়ের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করা হল।

> **সরকারি গাইডলাইন মেনে নির্ধারিত সময়ের দুদিন আগে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ১৮ অক্টোবর। ১০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশিত হল। ভালো রেজাল্ট করেছে ছাত্রছাত্রীরা।**
>
> **–বিপ্লব গিরি**
> **ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার**

> **স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের চূড়ান্ত সিমেস্টারের এবং স্নাতক সাধারণ ও অনার্স চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে এবং কলেজগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।**
>
> **–বিশ্বরূপ সরকার**
> **কন্ট্রোলার**

নৈরাজ্য চলছে

প্রথম পাতার পর

দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, হাইকোর্টের রায়ের পরও ওই কর্মীর দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে না। ফলে দেহ সৎকার করা যাচ্ছে না। রাজ্যপালের বক্তব্য, তিনি এখন বেশি চিন্তিত নির্বাচন নিয়ে। গণতন্ত্রের সঙ্গে তিনি কোনও আপস করবেন না। বাংলায় ভোটের সময় সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। বিরোধীদের ভয় দেখানো, আটক করে রাখা এইরাজ্যে এখন ওপেন সিক্রেট। রাজ্যপাল তাঁর এই নালিশ জানানোর সাফাই দেন। তৃণমূল তো বটেই, অন্য বিরোধী দলগুলি সবসময় অভিযোগ করে, বিজেপির প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে ধনকরের। তিনি রাজভবনকে বিজেপির অফিসে পরিণত করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁর রিপোর্ট নিয়েও বিরোধীরা সমালোচনা শুরু করেছে। ধনকর তাই আগাম বলেন, 'আমি রাজ্যপাল পদে বসার সময় সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার শপথ নিয়েছিলাম। সেটাই পালন করছি। কারোর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা খুঁজি। সুষ্ঠ গণতন্ত্রের লক্ষণ সেটা। তাই বলে অপশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নিম্নমানের রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিনই বলেন, রাজ্যপালের পদ পুরোপুরি সাংবিধানিক। তাঁর কাজ সাংবাদিক বৈঠক করা নয়। দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা রাজ্যপালের কাজ হতে পারে না। প্রায় একইরকম মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে বলেন, মিথ্যায় ভরা আবর্জনা নিয়ে রাজ্যপাল দিল্লি গিয়েছেন। উনি রাজভবনের গরিমাকে কলুষিত করেছেন। তিনি কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন নাকি বিজেপির কোনও নেতার সঙ্গে? রাজ্যের বিষয়ে ঝুরিঝুরি মিথ্যে কথা বলে বাংলা তথা বাংলার নাগরিকদের অপমান করেছেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্যপাল কম, বিজেপির ক্যাডার রূপেই বেশি দায়িত্ব পালন করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি বলেন, 'রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধীনে সাংবিধানিক পদ মাত্র। কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিজেপি যদি এতই স্বচ্ছ, তবে বাংলার রাজ্যপালের মতো উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল কেন কেন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করে না? উত্তরপ্রদেশে কী রামরাজ্য স্থাপন হয়েছে?' সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি। রাজ্যপাল নিজে রাজ্য–রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে চাইছেন। যা অভিযোগ জানিয়েছেন, তা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এসব ব্যাপারে তিনি বলেছেন। বিজেপি এনিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি খেলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চাইলে কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু করবেন না। কারণ ভিতরে ভিতরে দিদিভাই–মোদিভাই যোগসাজশ চলছে। রাজ্যের কী অবস্থা, কেন্দ্র তা খুব ভালো জানে। কিন্তু গোপন আঁতাতের জন্য তারা কিছুই করবে না।'

সাংবাদিক বৈঠকে উঠে আসে রাজ্যপালের আসন্ন একমাসের দার্জিলিং সফরের প্রসঙ্গ। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে ধনকর বলেন, 'এতে অন্যায়টা কোথায়? এমন নয় যে প্রথমবার আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। এর আগেও পাহাড়ে গিয়েছি। থেকেছি রাজ্যের গেস্ট হাউসে। এবার রাজভবনেই থাকব। অতীতে বহু রাজ্যপাল থেকেছেন দার্জিলিংয়ে!' প্রশ্ন ওঠে, তা বলে একমাস থাকবেন? ধনকরের বক্তব্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। দার্জিলিং রাজ্যের বহির্ভূত এলাকা নয়। আমি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলব, আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করব।' ধনকরের অভিযোগ, অযথা তাঁর দার্জিলিং সফর নিয়ে জলঘোলা করা হচ্ছে। তিনি তাঁর সংবিধানস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করতেই পাহাড়ে যাচ্ছেন।

করোনা আবহেই মালদায় সিএমওএইচ বদল

নিউজ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : করোনা আবহের মধ্যেই মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদে রদবদল হল। ভূষণ চক্রবর্তীর জায়গায় জেলার ভারপ্রাপ্ত সিএমওএইচ করা হয়েছে অমিতাভ মণ্ডলকে। বর্তমানে তিনি মালদার ডেপুটি সিএমওএইচ–২ পদে কর্মরত। উল্লেখ্য, মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভূষণ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ অক্টোবর। নতুন স্থায়ী সিএমওএইচ–এর জন্য কোনও নির্দেশিকা এখনও জারি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে স্থায়ী সিএমওএইচ যোগদান না করা পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডেপুটি সিএমওএইচ–২ অমিতাভ মণ্ডলকে। এই মর্মে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নতুন সিএমওএইচ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নিজস্ব দায়িত্বের পাশাপাশি সিএমএইচের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন অমিতাভ মণ্ডল। ১ নভেম্বর থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

দুর্গাপুজো যেতে না যেতেই হাজির লক্ষ্মীপুজো। এমনিতেই গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে প্রশাসনের বিধিনিষেধ উড়িয়ে দুর্গাপুজো ও বিসর্জনের দিনে যেভাবে মানুষের ঢল লক্ষ করা গিয়েছে, তাতে রীতিমতো আশঙ্কায় রয়েছেন চিকিৎসকরা। সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে তাই বাড়িতে নিজেদেরই লক্ষ্মীপুজো করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মানুষ কতটা সচেতন হয়ে সেই নির্দেশ মেনে চলছেন সেটাই এখন দেখার। রাজ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই মালদার ৮৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার নতুন করে ৯৯ জন সংক্রামিতের হদিস মিলেছে। এছাড়া উত্তর দিনাজপুরে ২৮ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নতুন করে আরও ৩৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৬৬৪ জন। এদিন জেলায় ৪৬ জন করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। আজ পর্যন্ত জেলায় মোট ৬৩০১ জন সংক্রামিত মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এদিকে, কোচবিহারে ৬৯, জলপাইগুড়িতে ২৮, আলিপুরদুয়ারে ৩৯ জন সংক্রামিতের হদিস পাওয়া গিয়েছে।

সামাজিক দূরত্ববিধি উড়িয়ে মালদা শহরে চলছে ভাসানপর্ব। – সংবাদচিত্র

মানিকচকে অকাল ভাঙন

প্রথম পাতার পর

শুরু করেছেন। আবার এখানেও ভাঙন শুরু হয়েছে। এরপর তাঁরা আবার কোথায় যাবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। অবিলম্বে ভাঙন রোধ করা দরকার।

কথা হচ্ছিল, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি বলেন, ভাঙনের বিষয়টি জানার পরেই সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছি। বিভাগীয় দপ্তরের নির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেচ দপ্তর ভাঙনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করছে। এখন পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এরপরে প্রয়োজন বুঝে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

সেচ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার প্রণবকুমার সামন্ত বলেন, ওই এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ভাঙন হচ্ছে। সেচ দপ্তরের লোকজন সেখানে রয়েছেন। তাঁরা নজর রাখছেন। কয়েকদিন আগেই ব্যাপক ভাঙন হয়েছিল। বর্তমানে বিক্ষিপ্তভাবে ভাঙন হচ্ছে। ভাঙনের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। আশেপাশে বাঁধ নেই। অনেক দূরে কিছু বাড়িঘর রয়েছে। ফলে আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয়টি দেখছি। তিনি আরও বলেন, গঙ্গার জলেরস্তর এখন অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে। বর্ষাও বিদায় নিয়েছে। গত বছর কালীপুজোর সময় শংকরটোলায় হঠাৎ করে ফুলহরের ভাঙন হয়েছিল। সেই সময় দুদিন ধরে বৃষ্টি হয়। এর ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এবারে সেই সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই বললেই চলে। ভূতনির বাগেদনটোলা, তেনুটোলার কাছে ভাঙন বন্ধ রয়েছে। এমনকি ভূতনির কেশরপুরে হঠাৎ করে যে ভাঙন শুরু হয়েছিল, সেখানেও বন্ধ রয়েছে। তবে গঙ্গা পরিস্থিতি যে কোনও সময় বদলাতে পারে। এবিষয়ে আমরা সজাগ রয়েছি। সেচ দপ্তরে কর্মী ও বাস্তুকারদের পুজোর ছুটি বলে কিছু নেই। প্রত্যেকে আমরা পরিস্থিতি নজরে রাখছি। পশ্চিম নারায়ণপুরের ভাঙনের ব্যাপারে এখনই কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি দেখে আগামীদিনে আমরা পরিকল্পনা রচনা করে অনুমোদনের জন্য পাঠাব।

উল্লেখ্য, পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামটি দক্ষিণ চণ্ডীপুর অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। পশ্চিম নারায়ণপুরের কয়েক কিলোমিটার উজানে গঙ্গা ও ফুলহর এক সঙ্গে মিশেছে। বিশাল আকার নিয়েছে গঙ্গা। এই স্থানটি ফরাক্কা ব্যারেজের অধীনে পড়ে। ২০১৪ সালে এখান থেকে গোপালপুর পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ করেছিল ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকে প্রায় আধ যুগ ধরে ভাঙন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি হঠাৎ করেই পশ্চিম নারায়ণপুরে ভাঙন শুরু হয়েছে। ব্রজলালটোলার গ্রামের সম্মুখভাগে ভাঙনে প্রায় ৪০ মিটারের মতো অংশ তলিয়ে গিয়েছে। প্রায় এক কিলোমিটার জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভাঙন চলছে।